পঞ্চদশ অধ্যায়

ধেনুকাসুর বধ

কিভাবে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের গোচারণভূমিতে তাঁদের গোপালন করার সময়ে ধেনুকাসুরকে বধ করে বৃন্দাবনবাসীদের তাল গাছের ফল ভক্ষণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কালিয়ের বিষ থেকে গোপবালকদের রক্ষা করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁদের পৌগণ্ডলীলা প্রকাশ করে, রাম ও কৃষ্ণ একদিন গাভীদের গোচারণভূমিতে আনয়ন করে স্বচ্ছ সরোবর শোভিত এক মনোরম বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের সখাদের সঙ্গে বনের খেলা খেলতে শুরু করলেন। পরিশ্রান্ত হওয়ার ভান করে, শ্রীবলদেব কোনও গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পা টিপে দিয়ে তাঁর ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করছিলেন। এর পর কৃষ্ণও বিশ্রাম করার জন্য কোনও গোপবালকের কোলে মাথা রাখলেন এবং অন্য কোনও গোপবালক তখন তাঁর পা টিপে দিলেন। এভাবেই কৃষ্ণ, বলরাম ও তাঁদের গোপসখারা নানাবিধ লীলা উপভোগ করতেন।

এই খেলার সময়েই শ্রীদাম, সুবল, স্তোক-কৃষ্ণ ও অন্যান্য গোপবালকেরা রাম ও কৃষ্ণকে গোবর্ধন পর্বতের নিকটে তালবনে বসবাসকারী, গর্দভরূপী ধেনুক নামক এক অতি দুষ্ট ও দুর্দমনীয় অসুরের কথা জানালেন। এই বন নানাবিধ সুমিষ্ট ফলে পূর্ণ। কিন্তু সেই অসুরের ভয়ে, সেই সমস্ত ফলের আস্বাদ গ্রহণের জন্য চেষ্টা করতে কেউই সাহস করে না এবং তাই কারও উচিত সেই অসুর ও তার সকল সঙ্গীদের হত্যা করা। এই অবস্থার কথা শ্রবণ করে, তাঁদের সখাদের অভীষ্ট পরিপূরণের জন্য শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সেই বনের দিকে যাত্রা করলেন।

তালবনে পৌঁছে শ্রীবলরাম ঝাঁকি দিয়ে গাছগুলি থেকে অনেক তাল পাড়তে লাগলেন ঠিক সেই সময় গর্দভরূপী ধেনুকাসুর তাঁকে আক্রমণ করার জন্য দ্রুতবেগে দৌড়ে এল। কিন্তু বলরাম তার পেছনের পা দুটি একহাতে ধরে নিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে একটি তাল গাছের উপর ছুঁড়ে ফেলে তাকে হত্যা করলেন। এরপর ধেনুকাসুরের অন্যান্য বন্ধুরা প্রচণ্ডভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁদের আক্রমণ করতে ছুটে এল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না বাধাবিপত্তি পরিসমাপ্তি হচ্ছে, রাম ও কৃষ্ণ তাদের এক এক করে ধরে চতুর্দিকে ঘুরাতে ঘুরাতে হত্যা করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন গোপ-সমাজে প্রত্যাগমন করলেন, তখন মা যশোদা ও মা রোহিণী এসে

যথাক্রমে তাঁদের কোলে তুলে নিলেন। তাঁরা তাঁদের মুখ চুম্বন করলেন, সুস্বাদু খাবার ভোজন করালেন এবং তার পর তাঁদেরকে শয্যায় শয়ন করালেন।

কিছুদিন পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগ্রজকে ছাড়াই সখাদের সঙ্গে গাভীদের পরিচর্যা করার জন্য কালিন্দীর তীরে গেলেন। গাভী ও গোপবালকেরা তৃষ্ণার্ত হয়ে কালিন্দীর জল পান করলেন। কিন্তু তা ছিল বিষে দূষিত এবং তাঁরা সকলেই নদীতটে অচেতন হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ তখন তাঁর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা তাঁদের পুনর্জীবিত করলেন এবং তাঁরা সকলে তাঁদের চেতনা লাভ করে তাঁর মহতী কৃপার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ ব্রজে
বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ ।
গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈর্
বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ততঃ**—তার পর; **চ**—এবং; **পৌগণ্ড-বয়ঃ**—পৌগণ্ডের বয়স (৬ থেকে ১০ বৎসর বয়স); **শ্রিতৌ**—প্রাপ্ত হলে; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **বভূবতুঃ**—তাঁরা (রাম ও কৃষ্ণ) হলেন; **তৌ**—দুজনেই; **পশু-পাল**—রাখালরূপে; **সম্মতৌ**—নিযুক্ত হলেন; **গাঃ**—গাভীদের; **চারয়ন্তৌ**—প্রতিপালন করে; **সখিভিঃ সমম্**—তাঁদের সখাদের সঙ্গে; **পদৈঃ**—তাঁদের পদচিহ্ন দ্বারা; **বৃন্দাবনম্**—শ্রীবৃন্দাবনকে; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **অতীব**—অত্যন্ত; **চক্রতুঃ**—তাঁরা করে তুললেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বৃন্দাবনে বসবাসকালে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যখন পৌগণ্ড বয়স (ছয় থেকে দশ) প্রাপ্ত হলেন, তখন বৃন্দাবনের গোপগণ তাঁদের গোপালনের কার্য গ্রহণ করতে অনুমতি দিলেন। তাঁদের সখাদের সঙ্গে এভাবেই নিয়োজিত হয়ে বালক দুটি বৃন্দাবনের ভূমিকে তাঁদের পাদপদ্ম চিহ্নের দ্বারা অতীব পবিত্র করে তুললেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন অঘাসুর যাঁদের সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিল এবং তার পর ব্রহ্মা যাঁদের অপহরণ করেছিলেন, সেই গোপসখাদের উৎসাহিত করতে। তাই ভগবান তাঁদের অনেক সুস্বাদু ও সুপক্ক ফলে পূর্ণ তালবনে নিয়ে আসার জন্য স্থির করলেন। যেহেতু বয়সে ও শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাই নন্দ মহারাজ প্রমুখ বৃন্দাবনের বয়স্ক মানুষেরা কৃষ্ণকে গোবৎস চরানোর কার্য থেকে নিয়মিত গোপবালকের পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি এখন পূর্ণবয়স্ক গাভী, বলদ ও ষাঁড়ের যত্ন নেবেন। বাৎসল্যবশত, এতদিন নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে পূর্ণবয়স্ক গাভী ও বলদের প্রতিপালনের পক্ষে অত্যন্ত শিশু ও অপরিণত বিবেচনা করেছেন। *পদ্ম পুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্য* বিভাগে বর্ণনা করা হয়েছে যে—

শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ ।
তদ্দিনাদ্বাসুদেবোঽভূদ্ গোপঃ পূর্বং তু বৎসপঃ ॥

"কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিটিকে মহাজনেরা গোপাষ্টমী নামে জানেন। ঐ দিন থেকে ভগবান বাসুদেব গোপরূপে কার্য শুরু করেছিলেন, যদিও ইতিপূর্বে তিনি গোবৎসদের প্রতিপালন করতেন।"

পদৈঃ শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, ভগবান কৃষ্ণ তাঁর পাদপদ্ম দ্বারা ভূমিতে পাদচারণা করে পৃথিবীকে পবিত্র করেছিলেন। ভগবান পাদুকা অথবা সেই রকম কিছু না পরেই বনে পাদচারণা করতেন, তাই পাছে কৃষ্ণের কোমল পাদপদ্ম আহত হয়, সেই ভয়ে বৃন্দাবনের গোপীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকতেন।

শ্লোক ২

তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো
গোপৈর্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশদ্
বিহর্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্ ॥ ২ ॥

তৎ—তার পর; **মাধবঃ**—ভগবান শ্রীমাধব; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **উদীরয়ন্**—বাজাতে বাজাতে; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **গৃণদ্ভিঃ**—কীর্তনকারী; **স্ব-যশঃ**—তাঁর মহিমা; **বলান্বিতঃ**—শ্রীবলরাম সহ; **পশূন্**—পশুগণকে; **পুরস্কৃত্য**—সম্মুখে রেখে; **পশব্যম্**—গাভীদের জন্য পুষ্টিকর; **আবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন;

বিহর্তু-কামঃ—লীলা উপভোগের কামনা করে; কুসুমাকরম্—পুষ্পশোভিত; বনম্—বনে।

অনুবাদ

তার পর লীলা উপভোগের কামনা করে, শ্রীমাধব তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, বলদেব সহ বাঁশি বাজাতে বাজাতে গাভীগণকে সম্মুখে রেখে, পুষ্পশোভিত ও পশুগণের জন্য পুষ্টিকর বনে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *মাধব* শব্দটির বিভিন্ন অর্থ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—সাধারণত *মাধব* বলতে 'সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর পতি' রূপে শ্রীকৃষ্ণকেই ইঙ্গিত করে। এই নাম এই অর্থও প্রকাশ করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধুকুলে অবতরণ করেছিলেন। যেহেতু বসন্ত ঋতুও *মাধব* নামে পরিচিত, তাই বুঝতে হবে যে, যখনই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করেন, তখনই তা ফুলে ও সৌরভে স্বর্গীয় পরিবেশে পূর্ণ হয়ে আপনা থেকেই বসন্তের সকল ঐশ্বর্য প্রদর্শন করে। শ্রীকৃষ্ণের *মাধব* রূপে পরিচিতির আর একটি কারণ হচ্ছে যে, তিনি মধুর রসে তাঁর লীলা উপভোগ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করা মাত্রই জোরে বংশীর ধ্বনি করে তাঁর নিজ ভূমি ব্রজধামের সকল অধিবাসীদের অচিন্ত্য আনন্দ দান করতেন। খেলতে খেলতে অরণ্যে প্রবেশ, বেণুবাদন এবং এই ধরনের আরও সহজ সরল লীলাসমূহ বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত ভূমিতে প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩

তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃপ্রখ্যপয়ঃসরস্বতা ।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্মনো দধে ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই বনে; মঞ্জু—মনোমুগ্ধকর; ঘোষ—যাদের ধ্বনিগুলি; অলি—ভ্রমর; মৃগ—পশু; দ্বিজ—এবং পাখিসহ; আকুলম্—পরিপূর্ণ; মহৎ—মহাত্মাগণের; মনঃ—মন; প্রখ্য—সদৃশ; পয়ঃ—যার জল; সরস্বতা—সরোবর দ্বারা; বাতেন—বায়ুর দ্বারা; জুষ্টম্—সেবিত; শত-পত্র—শত পাপড়িযুক্ত পদ্মের; গন্ধিনা—সৌরভের দ্বারা;

নিরীক্ষ্য—নিরীক্ষণ করে; **রন্তুম্**—আনন্দ উপভোগের জন্য; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **মনঃ**—মনে; **দধে**—অভিলাষ করলেন।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান সেই বনটি নিরীক্ষণ করলেন। সেই বনটি ভ্রমর, পশু ও পাখির মনোমুগ্ধকর ধ্বনিতে নিনাদিত হচ্ছিল। সেখানে ছিল একটি সরোবর, যার জলরাশি ছিল মহাত্মাদের মনের মতো স্বচ্ছ এবং সেই বনে শত পাপড়িযুক্ত কমলের সৌরভ মৃদুমন্দ বায়ুতে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই সমস্ত দর্শন করে, শ্রীকৃষ্ণ সেই পবিত্র পরিবেশ উপভোগ করতে অভিলাষ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ দেখেছিলেন যে, বৃন্দাবনের অরণ্য সমস্ত পঞ্চেন্দ্রিয়কেই আনন্দ দিচ্ছিল। ভ্রমর ও পশুপাখির মধুর ধ্বনি কানে মধুর আনন্দ বয়ে আনছিল। স্বচ্ছ সরোবরের শীতল আর্দ্রতা বাতাসে ভেসে সমস্ত বন জুড়ে বিশ্বস্তভাবে ভগবানের সেবায় রত ছিল এবং এভাবেই স্পর্শেন্দ্রিয়কে আনন্দ দান করছিল। বায়ুর মধুরতায়, রসেন্দ্রিয়ও সতেজ হয়ে উঠছিল এবং পদ্ম ফুলের সৌরভ নাসারন্ধ্রের আনন্দ বিধান করছিল। আর সমগ্র বনটি স্বর্গীয় সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে দুই নয়নকে চিন্ময় আনন্দ দান করছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪

স তত্র তত্রারুণপল্লবশ্রিয়া
ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ ।
স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীন্মুদা
স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপুরুষঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি; **তত্র তত্র**—সর্বত্র; **অরুণ**—ঈষৎ লাল; **পল্লব**—তাদের পল্লবের; **শ্রিয়া**—কান্তিযুক্ত; **ফল**—তাদের ফল; **প্রসূন**—ও ফুলের; **উরু-ভরেণ**—গুরুভারে; **পাদয়োঃ**—তাঁর পাদদ্বয়ে; **স্পৃশৎ**—স্পর্শ করে; **শিখান্**—তাদের শাখার অগ্রভাগ; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বনস্পতীন্**—বনস্পতিগণ; **মুদা**—আনন্দে; **স্ময়ন্**—হাস্য সহকারে; **ইব**—প্রায়; **আহ**—বললেন; **অগ্রজম্**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবলরামকে; **আদি-পুরুষঃ**—আদিপুরুষ ভগবান।

অনুবাদ

আদিপুরুষ ভগবান দেখলেন যে, সৌন্দর্যমণ্ডিত রক্তবর্ণযুক্ত বনস্পতিগণ তাদের ফল ও পুষ্পের গুরুভারে অবনত হয়ে, তাদের শাখার অগ্রভাগ দ্বারা তাঁর চরণযুগল স্পর্শ করছে। তাই তিনি মৃদু হাস্য সহকারে তাঁর অগ্রজকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

তাৎপর্য

মুদা স্ময়ন্নিব শব্দগুলি ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকপূর্ণ মনোভাবযুক্ত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, বৃক্ষসমূহ নত হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁকে পূজা করার জন্য। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে ভগবান সখ্যবৎ প্রফুল্লচিত্তে কথা বলে সম্মানটি তাঁর ভ্রাতা বলরামকে দান করলেন।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

অহো অমী দেববরামরার্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃ ফলার্হণম্ ।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন-
স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন; **অহো**—ওঃ; **অমী**—এই সমস্ত; **দেববর**—হে দেবশ্রেষ্ঠ (শ্রীবলরাম); **অমর**—অমর দেবগণ দ্বারা; **অর্চিতম্**—পূজিত; **পাদাম্বুজম্**—পাদপদ্মে; **তে**—আপনার; **সুমনঃ**—ফুল; **ফল**—ফল; **অর্হণম্**—নিবেদন করছে; **নমন্তি**—তারা অবনত করছে; **উপাদায়**—নিবেদন করছে; **শিখাভিঃ**—তাদের মস্তক; **আত্মনঃ**—তাদের নিজেদের; **তমঃ**—অজ্ঞানতার অন্ধকার; **অপহত্যৈ**—দূর করার জন্য; **তরু-জন্ম**—তাদের বৃক্ষরূপে জন্ম; **যৎ**—যে অজ্ঞানতার দ্বারা; **কৃতম্**—সৃষ্ট।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে দেবশ্রেষ্ঠ, দেখুন এই বৃক্ষগুলি কিভাবে অমর দেবগণের দ্বারা পূজিত আপনার পাদপদ্মে তাদের শির অবনত করছে। তাদের বৃক্ষজন্মের কারণস্বরূপ অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার জন্য বৃক্ষসকল আপনাকে তাদের ফুল ও ফল নিবেদন করছে।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনের বৃক্ষগুলি ভাবছিল যে, পূর্বকৃত অপরাধের ফলে তারা এখন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছে এবং স্থাবর হওয়ার ফলে সমগ্র বৃন্দাবন জুড়ে পরিভ্রমণে তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী হতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে, বৃক্ষ ও গাভীসহ বৃন্দাবনের সমস্ত প্রাণীই ছিল মহাত্মা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গলাভ করতে পারতেন। কিন্তু বিরহের ভাবাবেশজনিত কারণে বৃক্ষগণ নিজেদের অজ্ঞান বিবেচনা করতেন আর তাই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পাদপদ্মে অবনত হয়ে নিজেদের শুদ্ধ করার প্রয়াস করতেন। তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে, শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎভাবে তাঁদের দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করতেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের কাছে তাঁদের ভক্তির প্রশংসা করতেন।

শ্লোক ৬

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে ।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ৬ ॥

এতে—এই সমস্ত; **অলিনঃ**—ভ্রমরেরা; **তব**—আপনার; **যশঃ**—মহিমা; **অখিল-লোক**—নিখিল জগতের; **তীর্থম্**—তীর্থস্থান; **গায়ন্তঃ**—কীর্তন করছে; **আদি-পুরুষ**—হে আদি পরমেশ্বর ভগবান; **অনুপথম্**—আপনার পথ অনুগমন করে; **ভজন্তে**—তারা আরাধনায় নিয়োজিত; **প্রায়ঃ**—প্রায়ই; **অমী**—এই সমস্ত; **মুনি-গণাঃ**—মহান ঋষিরা; **ভবদীয়**—আপনার ভক্তদের মধ্যে; **মুখ্যাঃ**—অত্যন্ত অন্তরঙ্গ; **গূঢ়ম্**—গুপ্ত; **বনে**—বনের মধ্যে; **অপি**—যদিও; **ন জহতি**—তারা ত্যাগ করে না; **অনঘ**—হে অপাপবিদ্ধ; **আত্ম-দৈবম্**—তাদের নিজস্ব আরাধ্যদেব।

অনুবাদ

হে আদিপুরুষ, এই ভ্রমরেরা অবশ্যই মহান ঋষি এবং আপনার অত্যন্ত উন্নত ভক্ত হবে, কারণ আপনার পথ অনুগমন করে এবং আপনার মহিমা কীর্তন করে, তারা আপনার উপাসনা করছে, যা নিখিল জগতের তীর্থস্বরূপ। যদিও এই বনে আপনি নিজেকে গুপ্ত রেখেছেন, হে অপাপবিদ্ধ, তবুও তাদের আরাধ্যদেবকে তারা পরিত্যাগ করছে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গূঢ়ম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ইঙ্গিত প্রদান করছে যে, যদিও পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কৃষ্ণ কিংবা বলরাম রূপে এই জড় জগতের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন, তবুও মহর্ষিগণ সর্বদাই ভগবানকে পরম-তত্ত্বরূপে স্বীকার করেন। ভগবানের সমস্ত অপ্রাকৃত রূপই নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময়, যা যথার্থই আমাদের অনিত্য, দুঃখময় ও অজ্ঞানময় জড় দেহের বিপরীত।

তীর্থ শব্দটির একটি অর্থ হচ্ছে 'জড় অস্তিত্ব অতিক্রমণের উপায়'। কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে অথবা তা কীর্তন করে, যে কেউ তৎক্ষণাৎ জড় অস্তিত্বের অতীত চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হতে পারেন। তাই এখানে ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমাকে পৃথিবীর সকলের জন্য তীর্থস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *গায়ন্তঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ভগবানের কার্যাবলী গুণকীর্তন করার জন্য মহান ঋষিরাও তাঁদের মৌনব্রত ও অন্যান্য স্বার্থপর পন্থাগুলি পরিত্যাগ করেন। প্রকৃত মৌনতার অর্থ—অনর্থক কথা না বলে, নিজের বাচনিক অভ্যাসকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার নিমিত্ত প্রসঙ্গোচিত ধ্বনি, বর্ণনা ও আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখা।

অনঘ শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, ভগবান কখনই পাপময় অথবা অপরাধমূলক কার্য করেন না। তা ছাড়া এই শব্দটি নির্দেশ করে যে, ঐকান্তিক ভক্ত ঘটনাচক্রে ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত হলেও, তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত পাপ ও অপরাধ ভগবান তৎক্ষণাৎ মার্জনা করেন। এই শ্লোকটির বিশেষ প্রসঙ্গক্রমে, *অনঘ* শব্দটি এই অর্থ নির্দেশ করে যে, ভ্রমরেরা ক্রমাগত তাঁকে অনুসরণ (*অনুপথম্*) করার ফলেও শ্রীবলরাম বিরক্ত হননি। ভগবান তাদের এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন, "ওহে ভ্রমরেরা, আমার নিভৃত কুঞ্জবনে এসে স্বচ্ছন্দে তার সৌরভ আস্বাদন করো।"

শ্লোক ৭

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন ।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ ৭ ॥

নৃত্যন্তি—নৃত্য করছে; **অমী**—এই; **শিখিনঃ**—ময়ূরগুলি; **ঈড্য**—হে আরাধ্য ভগবান; **মুদা**—আনন্দে; **হরিণ্যঃ**—হরিণী; **কুর্বন্তি**—করছে; **গোপ্যঃ**—গোপীদের; **ইব**—মতো;

তে—আপনার; **প্রিয়ম্**—প্রীতি সাধনের জন্য; **ঈক্ষণেন**—তাদের দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **সূক্তৈঃ**—বৈদিক প্রার্থনার দ্বারা; **চ**—এবং; **কোকিলগণাঃ**—কোকিলেরা; **গৃহম্**—তাঁদের গৃহে; **আগতায়**—আগত; **ধন্যাঃ**—ভাগ্যবান; **বন-ওকসঃ**—বনের অধিবাসীগণ; **ইয়ান্**—এরূপ; **হি**—বস্তুত; **সতাম্**—সাধু ব্যক্তিগণের; **নিসর্গঃ**—স্বভাব।

অনুবাদ

হে আরাধ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই ময়ূরগুলি আপনার সম্মুখে আনন্দে নৃত্য করছে, এই হরিণীগণ গোপীদের মতো স্নেহময়ী দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে আনন্দ দান করছে এবং এই কোকিলেরা বৈদিক প্রার্থনা দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করছে। এই বনের সকল অধিবাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং আপনার প্রতি তাদের এই ব্যবহার অবশ্যই গৃহে আগত মহাত্মার প্রতি অন্য মহাত্মাদের অভ্যর্থনার মতোই যথাযথ।

শ্লোক ৮

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈর্
গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥ ৮ ॥

ধন্যা—সৌভাগ্যবতী; **ইয়ম্**—এই; **অদ্য**—এখন; **ধরণী**—পৃথিবী; **তৃণ**—তাঁর তৃণ; **বীরুধঃ**—ও গুল্মগুলি; **ত্বৎ**—আপনার; **পাদ**—পদদ্বয়ের; **স্পৃশঃ**—স্পর্শ লাভ করে; **দ্রুম**—বৃক্ষগুলি; **লতাঃ**—ও লতাগুলি; **কর-জ**—আপনার হাতের নখের দ্বারা; **অভিমৃষ্টাঃ**—স্পর্শ করেছেন; **নদ্যঃ**—নদীগুলি; **অদ্রয়ঃ**—ও পর্বতগুলি; **খগ**—পাখিগুলি; **মৃগাঃ**—পশুসকল; **সদয়**—কৃপাময়; **অবলোকৈঃ**—আপনার দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **অন্তরেণ**—মধ্যে; **ভুজয়োঃ**—আপনার দুই বাহু; **অপি**—বস্তুত; **যৎ**—যার জন্য; **স্পৃহা**—কামনা করেন; **শ্রীঃ**—ভাগ্যদেবী।

অনুবাদ

পৃথিবী এখন অতীব সৌভাগ্যবতী হয়েছে, কারণ আপনি তার তৃণ ও গুল্মাদিকে আপনার চরণ দ্বারা ও তার লতাগুলিকে আপনার হাতের নখের দ্বারা স্পর্শ করেছেন এবং আপনি তার নদী, পর্বত, পাখি ও পশুগুলিকে আপনার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু সর্বোপরি, আপনি গোপীগণকে আপনার দুই বাহুর মধ্যে আলিঙ্গন করেছেন—যা স্বয়ং ভাগ্যদেবীরও কাম্য।

তাৎপর্য

অদ্য 'এখন' শব্দটি দ্বারা শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতরণের সময়কালকে নির্দেশ করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর বরাহরূপে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন এবং বাস্তবিকই, বুঝতে হবে যে, পৃথিবী শেষনাগের শক্তিতে স্থায়িভাবে অবস্থান করছে। বরাহ ও শেষ উভয়েই বলরামের অংশ-প্রকাশ, যিনি নিজে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, "এই পৃথিবী এখন পরম সৌভাগ্যবতী হয়েছে" (*ধন্যেয়মদ্য ধরণী*) এই ইঙ্গিত করছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদের সমান আর কিছুই হতে পারে না, যিনি একই সঙ্গে তাঁর অংশ-প্রকাশ বলরামের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছেন। *করজাভিমৃষ্টাঃ* অর্থাৎ 'আপনার হাতের নখের স্পর্শে' কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, কৃষ্ণ ও বলরাম যখন সমগ্র বন পরিভ্রমণ করতেন, তখন তাঁরা বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম থেকে ফল ও ফুল তুলতেন এবং সেই সমস্ত উপকরণ তাঁদের আনন্দময় লীলায় ব্যবহার করতেন। কখনও কখনও তাঁরা গাছের পাতা ছিঁড়ে এনে তা দিয়ে ফুলের সঙ্গে তাঁদের দেহকে সুশোভিত করতেন।

বৃন্দাবনের সমস্ত নদী, পাহাড় ও প্রাণীদের প্রতি কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের প্রেমময় কৃপাদৃষ্টি প্রদান করতেন। কিন্তু ভগবানের বাহুর মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে গোপীগণ প্রত্যক্ষভাবে যে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, তা ছিল স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও কাম্য পরম আশীর্বাদ-স্বরূপ। বৈকুণ্ঠে ভগবান নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী একবার শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবার কামনা করেন এবং তাই এই বর লাভের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে জানালেন যে, তাঁর প্রকৃত স্থান বৈকুণ্ঠে এবং তাই বৃন্দাবনে তাঁর বক্ষে বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং, লক্ষ্মীদেবী প্রার্থনা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর বক্ষে স্বর্ণরেখা রূপে থাকবার অনুমতি তাঁকে দেন। কৃষ্ণ তাঁর এই বর প্রদান করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পুরাণাদি থেকে এই ঘটনার সবিশেষ বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ কৃষ্ণঃ প্রীতমনাঃ পশূন্ ।
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এভাবে; **বৃন্দাবনম্**—বৃন্দাবনের বন ও তার অধিবাসীদের সঙ্গে; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ;

প্রীতমনাঃ—সন্তুষ্টচিত্তে; **পশূন্**—পশুসকল; **রেমে**—তিনি আনন্দ লাভ করেন; **সঞ্চারয়ন্**—চরিয়ে; **অদ্রেঃ**—পর্বত সমীপে; **সরিৎ**—নদীর; **রোধঃসু**—তীরে; **স-অনুগঃ**—তাঁর সহচরদের সঙ্গে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—বৃন্দাবনের সৌন্দর্যমণ্ডিত বন ও তার অধিবাসীদের প্রতি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতের নীচে যমুনা নদীর তীরে তাঁর সহচরদের সঙ্গে গাভী চরিয়ে আনন্দ অনুভব করেন।

শ্লোক ১০-১২

ক্বচিদ্ গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষ্বনুব্রতৈঃ ।
উপগীয়মানচরিতঃ পথি সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥ ১০ ॥
অনুজল্পতি জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিৎ
ক্বচিৎ সবল্গু কূজন্তমনুকূজতি কোকিলম্ ।
ক্বচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতম্
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ ক্বচিৎ ॥ ১১ ॥
মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্ ।
ক্বচিদাহূয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া ॥ ১২ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **গায়তি**—তিনি গান করতেন; **গায়ৎসু**—যখন তারা গান করত; **মদান্ধ**—মদমত্ত; **অলিষু**—ভ্রমরেরা; **অনুব্রতৈঃ**—তাঁর সহচরদের সঙ্গে; **উপগীয়মান**—কীর্তিত হয়ে; **চরিতঃ**—তাঁর লীলাসমূহ; **পথি**—পথে; **সঙ্কর্ষণ-অন্বিতঃ**—শ্রীবলদেবকে সঙ্গে নিয়ে; **অনুজল্পতি**—অনুকরণ করতেন; **জল্পন্তম্**—পাখির ডাক; **কলবাক্যৈঃ**—অস্ফুট বাক্যের দ্বারা; **শুকম্**—শুক পাখি; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ক্বচিৎ**—কখনও; **স**—সঙ্গে; **বল্গু**—সুমধুর; **কূজন্তম্**—কোকিলের ডাক; **অনুকূজতি**—তিনি অনুকরণ করতেন; **কোকিলম্**—কোকিলের; **ক্বচিৎ**—কখনও; **চ**—এবং; **কল-হংসানাম্**—রাজহংসদের; **অনুকূজতি কূজিতম্**—হংসের ডাক অনুকরণ করতেন; **অভিনৃত্যতি**—তিনি সম্মুখে নৃত্য করতেন; **নৃত্যন্তম্**—নৃত্যরত; **বর্হিণম্**—ময়ূর; **হাসয়ন্**—হাসিয়ে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **মেঘ**—মেঘের মতো; **গম্ভীরয়া**—গম্ভীর; **বাচা**—তাঁর কণ্ঠস্বরে; **নামভিঃ**—নাম দ্বারা; **দূরগান্**—দূরে ভ্রমণ রত; **পশূন্**—পশুদেরকে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **আহূয়তি**—তিনি ডাকতেন; **প্রীত্যা**—প্রীতির সঙ্গে; **গো**—গাভীদের; **গোপাল**—এবং গোপবালকদের; **মনোজ্ঞয়া**—মনের আনন্দ দান করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও বৃন্দাবনের ভ্রমরেরা উচ্ছ্বাসে এতই মত্ত হত যে, তারা চোখ বন্ধ করে গান গাইতে শুরু করত। গোপবালকগণ ও বলদেব সহ বনপথে যেতে যেতে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরের গান অনুকরণ করে গাইতেন আর তখন তাঁর সখারা তাঁর লীলাসমূহ কীর্তন করতেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণ শুক পাখির ডাক, কখনও মধুর স্বরে কোকিলের ডাক এবং কখনও রাজহংসের ডাক অনুকরণ করতেন। কখনও তিনি গোপবালকদের হাস্য উৎপাদন করে উৎসাহের সঙ্গে ময়ূরের নৃত্য অনুকরণ করতেন। কখনও গাভী ও গোপবালকদের আনন্দ দান করে, মেঘগম্ভীর স্বরে, পশুপাল থেকে দূরে চলে যাওয়া পশুদের নাম ধরে তিনি প্রীতি সহকারে ডাকতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে এই বলে কৌতুক করতেন, "দেখ, এই ময়ূরটি জানে না কেমন করে ঠিকভাবে নাচতে হয়।" তার পর সখাদের মধ্যে বিপুল হাসির উদ্রেক করে, ভগবান নিজেই উৎসাহী হয়ে ময়ূরের নাচটিকে অনুকরণ করতেন। বৃন্দাবনের ভ্রমরেরা বনের ফুল থেকে মধু পান করত এবং সেই অমৃত ও কৃষ্ণসঙ্গের সংযোগ তাদের মদমত্ত করে তুলত। এভাবেই তারা ভাবোচ্ছ্বাসে তাদের চোখ বন্ধ করে রাখত এবং গুঞ্জনের মাধ্যমে তাদের সন্তোষ প্রকাশ করত। আর এই গুঞ্জনও ভগবান দক্ষতার সঙ্গে অনুকরণ করতেন।

শ্লোক ১৩

চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্বভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ ॥ ১৩ ॥

চকোর-ক্রৌঞ্চ-চক্রাহ্ব-ভারদ্বাজান্ চ—চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রাহ্ব ও ভারদ্বাজ পাখি; বর্হিণঃ—ময়ূর; অনুরৌতি স্ম—তিনি অনুকরণ করে ডাকতেন; সত্ত্বানাম্—অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে; ভীতবৎ—যেন ভয়ার্ত হয়ে; ব্যাঘ্র-সিংহয়োঃ—বাঘ ও সিংহের।

অনুবাদ

কখনও তিনি চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রাহ্ব, ভারদ্বাজ ও ময়ূরের অনুকরণে চিৎকার করতেন এবং কখনও তিনি বাঘ ও সিংহের কৃত্রিম ভয়ে ছোট ছোট প্রাণীদের সঙ্গে দৌড়ে পালাতেন।

তাৎপর্য

ভীতবৎ 'ভীতের ন্যায়' কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একটি সাধারণ বালকের মতো খেলা করতেন এবং বাঘ ও সিংহের কৃত্রিম ভয়ে ছোট ছোট বন্য জীবজন্তুদের সঙ্গে দৌড়ে পালাতেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবৎ-ধাম বৃন্দাবনে সিংহ ও বাঘেরা হিংস্র নয়, আর তাই তাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

শ্লোক ১৪

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ ।
স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **ক্রীড়া**—ক্রীড়ার দ্বারা; **পরিশ্রান্তম্**—পরিশ্রান্ত; **গোপ**—কোনও গোপবালকের; **উৎসঙ্গ**—কোল; **উপবর্হণম্**—তাঁর বালিশরূপে ব্যবহার করে; **স্বয়ম্**—নিজে; **বিশ্রময়তি**—তাঁর ক্লান্তি থেকে উপশম প্রদান করতেন; **আর্যম্**—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে; **পাদ-সংবাহন-আদিভিঃ**—তাঁর পাদসংবাহন করে এবং অন্যান্য সেবা অর্পণ করে।

অনুবাদ

যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্রীড়া করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে, কোনও গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর পাদসংবাহন ও অন্যান্য সেবার দ্বারা তাঁর ক্লান্তি লাঘবের জন্য তাঁকে সাহায্য করতেন।

তাৎপর্য

পাদসংবাহনাদিভিঃ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বলরামের পদদ্বয় মালিশ করে দিতেন, তাঁকে বাতাস করতেন এবং পান করার জন্য নদী থেকে জল এনে দিতেন।

শ্লোক ১৫

নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ ।
গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ ॥ ১৫ ॥

নৃত্যতঃ—যাঁরা নাচ করছিলেন; **গায়তঃ**—গান করছিলেন; **ক্ব অপি**—কখনও; **বল্গতঃ**—উল্লম্ফন প্রদান করে; **যুধ্যতঃ**—যুদ্ধ করে; **মিথঃ**—পরস্পর; **গৃহীত-হস্তৌ**—তাঁদের হাত ধরাধরি করে; **গোপালান্**—গোপবালকেরা; **হসন্তৌ**—হাসতে হাসতে; **প্রশশংসতুঃ**—তাঁরা প্রশংসা করছিলেন।

অনুবাদ

কখনও কখনও গোপবালকেরা যখন নৃত্য, গীত, উল্লম্ফন এবং খেলাচ্ছলে পরস্পর যুদ্ধ করতেন, তখন কৃষ্ণ ও বলরাম হাত ধরাধরি করে নিকটে দাঁড়িয়ে, তাঁদের সখাদের কার্যাবলীর মহিমা কীর্তন করতেন আর হাসতেন।

শ্লোক ১৬

ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥ ১৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **পল্লব**—কচি ডালপালা ও মুকুল থেকে রচিত; **তল্পেষু**—শয্যায়; **নিযুদ্ধ**—মল্লক্রীড়া থেকে; **শ্রম**—পরিশ্রান্তের দ্বারা; **কর্শিতঃ**—অবসন্ন হয়ে; **বৃক্ষ**—বৃক্ষের; **মূল**—মূলে; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **শেতে**—তিনি শুয়ে পড়তেন; **গোপ-উৎসঙ্গ**—কোনও গোপবালকের কোলকে; **উপবর্হণঃ**—তাঁর বালিশরূপে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ কখনও মল্লক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হয়ে বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে, পল্লব রচিত শয্যায় কোনও গোপবালকের কোলকে বালিশের মতো ব্যবহার করে শয়ন করতেন।

তাৎপর্য

পল্লবতল্পেষু শব্দটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বহু রূপে বিস্তার করে তাঁর উৎসাহী গোপসখাদের দ্বারা অতি দ্রুত রচিত পল্লব, পত্র ও পুষ্পের বহু শয্যায় শুয়ে থাকতেন।

শ্লোক ১৭

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ১৭ ॥

পাদ-সংবাহনম্—পদদ্বয় মর্দন; **চক্রুঃ**—করতেন; **কেচিৎ**—তাঁদের কেউ; **তস্য**—তাঁর; **মহাত্মনঃ**—মহাত্মাগণ; **অপরে**—অন্যেরা; **হতপাপ্মানঃ**—যাঁরা ছিলেন সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত; **ব্যজনৈঃ**—পাখা দিয়ে; **সমবীজয়ন্**—দক্ষতার সঙ্গে বাতাস করতেন।

অনুবাদ

যাঁরা ছিলেন মহাত্মাস্বরূপ, সেই রকম কতিপয় গোপবালকেরা তখন তাঁর পাদপদ্ম মর্দন করে দিতেন এবং সর্বপাপ থেকে মুক্ত অন্যেরা দক্ষতার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানকে বাতাস করতেন।

তাৎপর্য

সমবীজয়ন্ শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, গোপবালকেরা মৃদুমন্দ ও শীতল সমীরণ সৃষ্টি করে, অতি যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে ভগবানকে বাতাস করতেন।

শ্লোক ১৮

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ ॥ ১৮ ॥

অন্যে—অন্যেরা; **তৎ-অনুরূপাণি**—সময়োপযোগী; **মনঃ-জ্ঞানি**—চিত্তাকর্ষক; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের; **গায়ন্তি স্ম**—তাঁরা গান করতেন; **মহারাজ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **স্নেহ**—প্রেমের দ্বারা; **ক্লিন্ন**—বিগলিত হত; **ধিয়ঃ**—তাঁদের হৃদয়; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, অন্যান্য বালকেরা সময়োপযোগী মনোরম সঙ্গীত গান করতেন এবং তাঁদের হৃদয় ভগবানের জন্য প্রেমবশত বিগলিত হত।

শ্লোক ১৯

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া
গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্ ।
রেমে রমালালিতপাদপল্লবো
গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ ॥ ১৯ ॥

এবম্—এভাবেই; **নিগূঢ়**—গোপন করেছিলেন; **আত্মগতিঃ**—তাঁর স্বীয় ঐশ্বর্য; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর নিজ অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **গোপ-আত্মজত্বম্**—গোপের পুত্রসন্তান রূপে; **চরিতৈঃ**—তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা; **বিড়ম্বয়ন্**—প্রকটিত করে; **রেমে**—তিনি উপভোগ করতেন; **রমা**—ভাগ্যদেবী কর্তৃক; **লালিত**—আরাধিত; **পাদপল্লবঃ**—তাঁর পদদ্বয়, যা পল্লবের মতো কোমল; **গ্রাম্যৈঃ সমম্**—গ্রাম্য ব্যক্তিদের সঙ্গে; **গ্রাম্যবৎ**—গ্রাম্য ব্যক্তির মতো; **ঈশ-চেষ্টিতঃ**—যদিও এমন অসাধারণ কার্য প্রদর্শিত হত, যা একমাত্র ভগবানের পক্ষে সম্ভব।

অনুবাদ

যাঁর কোমল পাদপদ্মদ্বয় স্বয়ং সৌভাগ্যের দেবী কর্তৃক সেবিত হয়, সেই পরমেশ্বর ভগবান এভাবেই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য গোপন করে গোপের পুত্রসন্তানরূপে লীলাবিলাস করছিলেন। যদিও অন্যান্য গ্রাম্য

অধিবাসীদের সাহচর্যে গ্রাম্যবালকের মতো যখন তিনি আনন্দ উপভোগ করছিলেন, তখনও তিনি মাঝে মধ্যে অসাধারণ কার্য প্রদর্শন করতেন, যা একমাত্র ভগবানের পক্ষেই সম্ভব।

শ্লোক ২০

শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা ।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্ ॥ ২০ ॥

শ্রীদামা নাম—শ্রীদামা নামে; **গোপালঃ**—গোপবালক; **রামকেশবয়োঃ**—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের; **সখা**—সখা; **সুবল-স্তোককৃষ্ণ-আদ্যাঃ**—সুবল, স্তোককৃষ্ণ ও অন্যেরা; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **প্রেম্ণাঃ**—প্রেম সহকারে; **ইদম্**—এই; **অব্রুবন্**—বললেন।

অনুবাদ

একদিন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সখা শ্রীদামা, সেই সঙ্গে সুবল, স্তোককৃষ্ণ এবং অন্যান্য কয়েকজন গোপবালকেরা প্রেম সহকারে এই কথাগুলি বললেন।

তাৎপর্য

প্রেম্ণা 'প্রেম সহকারে' কথাটি এই অর্থ নির্দেশ করে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের নিকট উপস্থাপিত গোপবালকদের অনুরোধটি প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, ব্যক্তিগত কামনা দ্বারা নয়। গোপবালকেরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, তালবনের সুস্বাদু ফল আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের অসুর-বধলীলা প্রদর্শন করুন, আর তাই তাঁরা পরবর্তী অনুরোধটি রেখেছিলেন।

শ্লোক ২১

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্ বনং তালালিসংকুলম্ ॥ ২১ ॥

রাম রাম—হে রাম; **মহাবাহো**—হে মহাবাহু; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **দুষ্টনিবর্হণ**—হে দুষ্কৃতি দমনকারী; **ইতঃ**—এখান থেকে; **অবিদূরে**—অনতিদূরে; **সু-মহৎ**—অত্যন্ত বিস্তৃত; **বনম্**—একটি বন; **তাল-আলি**—সারি সারি তাল বৃক্ষ; **সংকুলম্**—পূর্ণ।

অনুবাদ

[গোপবালকেরা বললেন—] হে মহাবাহো রাম! হে দুষ্ট দমনকারী কৃষ্ণ! এখান থেকে অনতিদূরে সারি সারি তাল বৃক্ষে পূর্ণ একটি বৃহৎ বন রয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীবরাহ পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে—

অস্তি গোবর্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্ ।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্ যোজনদ্বয়ম্ ॥

"মথুরার পশ্চিমভাগের অনতিদূরে দুই যোজন [ষোল মাইল] দূরত্বে গোবর্ধন নামক পবিত্র স্থান রয়েছে, যা লাভ করা খুবই কঠিন।" *বরাহ পুরাণে* আরও বর্ণনা করা হয়েছে—

অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুররক্ষিতম্ ।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদেকযোজনম্ ॥

"মথুরার পশ্চিম ভাগের অনতিদূরে এক যোজন দূরত্বে [আট মাইল] তালবন নামে একটি বন রয়েছে, যা ধেনুকাসুর দ্বারা রক্ষিত।" এভাবেই এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তালবন মথুরা ও গোবর্ধন পর্বতের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। *শ্রীহরিবংশে* তালবন অরণ্যকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

স তু দেশঃ সমঃ স্নিগ্ধঃ সুমহান্ কৃষ্ণমৃত্তিকঃ ।
দর্ভপ্রায়ঃ স্থলীভূতো লোষ্ট্রপাষাণবর্জিতঃ ॥

"সেই ভূমি সমতল, স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত বিস্তৃত। নুড়ি ও পাথরশূন্য সেখানকার মাটি কালো রঙের এবং তা ঘন দর্ভ ঘাসে আচ্ছাদিত।"

শ্লোক ২২

ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা ॥ ২২ ॥

ফলানি—ফলগুলি; **তত্র**—সেখানে; **ভূরীণি**—প্রচুর; **পতন্তি**—পতিত হয়; **পতিতানি**—ইতিমধ্যেই পতিত হয়ে আছে; **চ**—এবং; **সন্তি**—সেগুলি; **কিন্তু**—কিন্তু; **অবরুদ্ধানি**—নিয়ন্ত্রণের অধীনে রক্ষিত; **ধেনুকেন**—ধেনুক দ্বারা; **দুরাত্মনা**—দুরাত্মা।

অনুবাদ

সেই তালবনে গাছ থেকে অনেক ফল পতিত হয় এবং ইতিমধ্যেই অনেক ফল ভূমিতে পতিত হয়ে আছে। কিন্তু সমস্ত ফলই দুরাত্মা ধেনুক কর্তৃক রক্ষিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

তালবনের সেই সুপক্ক সুস্বাদু তাল ফল ধেনুকাসুর কাউকেই খেতে দিত না এবং তাই কৃষ্ণের অল্পবয়স্ক বালক সখারা জনগণের সম্পদ সেই বনের ফল আস্বাদনের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

সোঽতিবীর্যোঽসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্ ।
আত্মতুল্যবলৈরন্যৈর্জ্ঞাতিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—সে; **অতিবীর্যঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **অসুরঃ**—অসুর; **রাম**—হে রাম; **হে কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **খর-রূপ**—একটি গর্দভের রূপ; **ধৃক্**—ধারণ করে; **আত্ম-তুল্য**—তারই সমকক্ষ; **বলৈঃ**—যাদের শক্তি; **অন্যৈঃ**—অন্যদের সঙ্গে; **জ্ঞাতিভিঃ**—সঙ্গী; **বহুভিঃ**—অনেক; **বৃতঃ**—বেষ্টিত।

অনুবাদ

হে রাম, হে কৃষ্ণ! ধেনুক অত্যন্ত শক্তিশালী অসুর এবং সে একটি গর্দভের রূপ ধারণ করেছে। সে অনেক সঙ্গীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, যারা তার মতোই একই আকার-বিশিষ্ট ও শক্তিশালী।

শ্লোক ২৪

তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্ ভীতৈর্নৃভিরমিত্রহন্ ।
ন সেব্যতে পশুগণৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্বিবর্জিতম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—তার; **কৃত-নর-আহারাৎ**—যে মানুষ ভোজন করেছে; **ভীতৈঃ**—যারা ভীত; **নৃভিঃ**—মানুষের দ্বারা; **অমিত্র-হন্**—হে শত্রুহন্তা; **ন সেব্যতে**—সেবা করে না; **পশুগণৈঃ**—বিভিন্ন প্রাণী দ্বারা; **পক্ষি-সঙ্ঘৈঃ**—পক্ষীকুল দ্বারা; **বিবর্জিতম্**—পরিত্যক্ত।

অনুবাদ

ধেনুকাসুর জীবন্ত মানুষগুলিকে ভক্ষণ করেছে এবং সেই জন্য সমস্ত মানুষ ও প্রাণীরা সেই তালবনে যেতে ভীতগ্রস্ত হয়। হে শত্রুহন্তা, পাখিরাও সেখানে উড়তে ভয় পায়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের গোপবালক সখারা সেই দুই ভাইকে তৎক্ষণাৎ তালবনে গিয়ে সেই গর্দভরূপী অসুরকে বধ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এখানে তাঁরা ভ্রাতৃদ্বয়কে *অমিত্রহন্* 'শত্রুহন্তা' বলে সম্বোধন করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে, গোপবালকেরা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির উপর সমাধিযুক্ত ধ্যানে নিয়োজিত ছিলেন এবং যুক্তিস্বরূপ—"কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই বক ও অঘের মতো ভয়ঙ্কর অসুরদের সংহার করেছেন, সুতরাং বৃন্দাবনের জনগণের এক নম্বর শত্রু হয়ে ওঠা ধেনুক নামক ঘৃণ্য গর্দভ সম্বন্ধে তেমন কি বিশেষত্ব থাকতে পারে?"

গোপবালকেরা চেয়েছিলেন কৃষ্ণ ও বলরাম সেই অসুরদের হত্যা করুন যাতে বৃন্দাবনের ধার্মিক অধিবাসীরা সেই তালবনের ফলসমূহ ভোগ করতে পারেন। তাই তাঁরা সেই গর্দভরূপী অসুরদের সংহারের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

বিদ্যন্তেঽভুক্তপূর্বাণি ফলানি সুরভীণি চ ।
এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষূচীনোঽবগৃহ্যতে ॥ ২৫ ॥

বিদ্যন্তে—বর্তমান রয়েছে; **অভুক্ত-পূর্বাণি**—পূর্বে কখনই আস্বাদিত হয়নি; **ফলানি**—ফলসমূহ; **সুরভীণি**—সুগন্ধি; **চ**—এবং; **এষঃ**—এই; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **সুরভিঃ**—সৌরভযুক্ত; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **বিষূচীনঃ**—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; **অবগৃহ্যতে**—অনুভূত হয়।

অনুবাদ

সেই তালবনে অত্যন্ত সুগন্ধি ফলগুলি রয়েছে যা আগে কখনও কেউ আস্বাদন করেনি। বাস্তবিকই, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সেই তাল ফলের সুগন্ধ এখনও আমরা অনুভব করতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, বৃন্দাবনের সীমানায় বৃষ্টির পক্ষে সহায়ক পুবের বাতাস তাল ফলের সুগন্ধ বয়ে নিয়ে আসত। সাধারণত এই পুবের বাতাস ভাদ্রমাসে প্রবাহিত হয় বলে তা ফলসমূহের অত্যন্ত সুপক্কতা ইঙ্গিত করে, আর বালকেরা যে সেগুলির গন্ধ পাচ্ছিলেন, এর দ্বারা তাল বনটি যে কাছেই অবস্থিত তা ইঙ্গিত করে।

শ্লোক ২৬

প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিতচেতসাম্ ।
বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে ॥ ২৬ ॥

প্রযচ্ছ—প্রদান কর; **তানি**—সেগুলি; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **গন্ধ**—গন্ধের দ্বারা; **লোভিত**—লোভী হয়ে উঠছে; **চেতসাম্**—যাঁদের মন; **বাঞ্ছা**—আকাঙ্ক্ষা; **অস্তি**—হয়; **মহতী**—খুব; **রাম**—হে রাম; **গম্যতাম্**—চল যাই; **যদি**—যদি; **রোচতে**—তা ভাল মনে কর।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ! দয়া করে আমাদের ঐ সমস্ত ফল প্রদান কর। সেগুলির গন্ধে আমাদের মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছে! প্রিয় বলরাম, সেই ফলগুলি লাভের জন্য আমাদের খুবই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে। যদি তুমি এই ব্যাপারটি ভাল বলে মনে কর, তা হলে সেই তালবনে চল।

তাৎপর্য

যদিও মানুষ, পাখি এমন কি পশুরাও সেই তালবনে গমন করত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের উপর গোপবালকদের এতই অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন—এই দুই প্রভু সহজেই সেই গর্দভরূপী পাপী অসুরকে সংহার করে সুস্বাদু তাল ফলগুলি উদ্ধার করবেন। শ্রীকৃষ্ণের গোপবালক সখারা ছিলেন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন উন্নত আত্মা, যাঁরা সাধারণত সুমিষ্ট ফলের জন্য লোভী হন না। বাস্তবিকই, তাঁরা ভগবানের সঙ্গে পরিহাস করছিলেন এবং তালবনে অভূতপূর্ব বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে তাঁর লীলাকে উৎসাহিত করছিলেন। বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিকালীন অসংখ্য অসুর সেখানকার উন্নত পরিবেশকে অশান্ত করে তুলেছিল এবং দৈনন্দিন ঘটনার মতোই ভগবান সেই সব অসুরদের সংহার করতেন।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যে অনেক অসুরকে হত্যা করেছিলেন, তাই এই বিশেষ দিনে প্রথম অসুর সংহারের সম্মানটি তিনি শ্রীবলরামকে দিতে মনস্থ করেন, যাতে প্রথমেই ধেনুকাসুরকে তিনি বধ করেন। *যদি রোচতে* শব্দ দুটির মাধ্যমে গোপবালকেরা ইঙ্গিত করেছিলেন যে, নেহাত তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের অসুরকে বধ করার প্রয়োজন নেই; বরং যদি বিষয়টি তাঁদের অন্তরে স্পর্শ করে, তবেই সেটি তাঁদের করা উচিত।

শ্লোক ২৭

এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া ।
প্রহস্য জগ্মতুর্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং প্রভূ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এভাবেই; **সুহৃৎ**—তাঁদের সখাদের; **বচঃ**—কথা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **সুহৃৎ**—তাঁদের সখাদের প্রতি; **প্রিয়**—আনন্দ; **চিকীর্ষয়া**—প্রদানের ইচ্ছা করে; **প্রহস্য**—হাসতে হাসতে; **জগ্মতুঃ**—তাঁরা দুজনে গিয়েছিলেন; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **বৃতৌ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **তাল-বনম্**—তালবনে; **প্রভূ**—দুই প্রভু।

অনুবাদ

তাঁদের সহচরদের কথা শ্রবণ করে, কৃষ্ণ ও বলরাম হাসলেন এবং তাঁদের আনন্দ প্রদানের ইচ্ছা করে, গোপবালক সখাগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরা তাল বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ভাবছিলেন, "কি করে একটি সামান্য গর্দভ এত ভয়ঙ্কর হতে পারে?" আর তাই তাঁর সখাদের আবেদনে তিনি মৃদু হাসলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৮/৩২) কপিলদেব বলেছেন, *হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্রশোকাশ্রুসাগর-বিশোষণম-ত্যুদারম্*—"পরমেশ্বর ভগবান হরির মনোরম হাসি অত্যন্ত মহৎ। বাস্তবিকই, যাঁরা অবনত মস্তকে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণাম করেন, তাঁর মনোরম হাসি এই জগতের তীব্র দুঃখকষ্ট থেকে উৎপন্ন তাঁদের অশ্রুর সমুদ্র শোষণ করে।" তাই তাঁদের সহচরদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মৃদু হাসলেন এবং তাঁদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ তালবনের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ২৮

বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সম্পরিকম্পয়ন্ ।
ফলানি পাতয়ামাস মতঙ্গজ ইবৌজসা ॥ ২৮ ॥

বলঃ—বলরাম; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **বাহুভ্যাম্**—তাঁর দুই বাহু দ্বারা; **তালান্**—তাল বৃক্ষগুলিকে; **সম্পরিকম্পয়ন্**—সম্পূর্ণভাবে ঝাঁকিয়ে; **ফলানি**—ফলগুলি; **পাতয়াম্ আস**—তিনি ভূপাতিত করলেন; **মতম্-গজঃ**—মত্ত হস্তী; **ইব**—মতো; **ওজসা**—তাঁর বল দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম প্রথমে সেই তালবনে প্রবেশ করলেন। তারপর মত্ত হস্তীর মতো বল নিয়ে নিজ বাহুযুগল দিয়ে গাছগুলিকে ঝাঁকাতে শুরু করে তাল ফলগুলি ভূপাতিত করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৯

ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ ।
অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন্ ॥ ২৯ ॥

ফলানাম্—ফলগুলির; **পততাম্**—পতিত হবার; **শব্দম্**—শব্দ; **নিশম্য**—শুনে; **অসুর-রাসভঃ**—গর্দভরূপী অসুরটি; **অভ্যধাবৎ**—দৌড়ে এগিয়ে এল; **ক্ষিতি-তলম্**—ভূতল; **স-নগম্**—বৃক্ষসহ; **পরিকম্পয়ন্**—কম্পিত করে।

অনুবাদ

ফল পতনের শব্দ শ্রবণ করে, সেই গর্দভরূপী ধেনুকাসুর ভূতল ও বৃক্ষসমূহ কম্পিত করে আক্রমণের জন্য ধাবিত হয়ে এল।

শ্লোক ৩০

সমেত্য তরসা প্রত্যগ্ দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলী ।
নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্ পর্যসরৎ খলঃ ॥

সমেত্য—তাঁর সামনে এসে; **তরসা**—দ্রুতবেগে; **প্রত্যক্**—পেছনের; **দ্বাভ্যাম্**—দুটি; **পদ্ভ্যাম্**—পা দিয়ে; **বলম্**—শ্রীবলদেবকে; **বলী**—সেই শক্তিশালী অসুর; **নিহত্য**—আঘাত করে; **উরসি**—বক্ষঃস্থলে; **কা-শব্দম্**—গর্দভের মতো কর্কশ শব্দ; **মুঞ্চন্**—করতে করতে; **পর্যসরৎ**—চতুর্দিকে ধাবিত হতে লাগল; **খলঃ**—সেই গর্দভ।

অনুবাদ

সেই বলবান অসুরটি দ্রুতবেগে শ্রীবলদেবের কাছে এসে তার পেছনের পায়ের খুর দিয়ে ভগবানের বুকে আঘাত করল। তার পর ধেনুক উচ্চস্বরে গর্দভের মতো কর্কশ শব্দ করে চতুর্দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৩১

পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্ স্থিতঃ ।
চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্ রুষা ॥ ৩১ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **আসাদ্য**—তাঁর দিকে এসে; **সংরব্ধঃ**—ক্রোধোন্মত্ত; **উপক্রোষ্টা**—গর্দভটি; **পরাক্**—ভগবানের প্রতি পিছন দিক করে; **স্থিতঃ**—অবস্থান করে; **চরণৌ**—পদদ্বয়; **অপরৌ**—পেছনের; **রাজন্**—হে রাজা পরীক্ষিৎ; **বলায়**—শ্রীবলরামের দিকে; **প্রাক্ষিপৎ**—সে নিক্ষেপ করল; **রুষা**—ক্রোধ সহকারে।

অনুবাদ

পুনরায় শ্রীবলরামের দিকে ধাবিত হয়ে, হে রাজন্, সেই ক্রোধোন্মত্ত গর্দভটি ভগবানের প্রতি পিছন দিক করে অবস্থান করল। তার পর, ক্রোধে চিৎকার করে, অসুরটি তাঁর দিকে তার পেছনের পা দুটি নিক্ষেপ করল।

তাৎপর্য

উপক্রোষ্টা শব্দটি গর্দভ এবং নিকটে যে চিৎকার করছে উভয়কেই নির্দেশ করে। এভাবেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই শক্তিশালী ধেনুক ভয়ঙ্কর, ক্রোধযুক্ত শব্দ করেছিল।

শ্লোক ৩২

স তং গৃহীত্বা প্রপদোর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা ।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; **তম্**—তাকে; **গৃহীত্বা**—ধারণ করে; **প্রপদোঃ**—পায়ের খুরদ্বয়; **ভ্রাময়িত্বা**—চতুর্দিকে ঘুরিয়ে; **এক-পাণিনা**—এক হাতে; **চিক্ষেপ**—তিনি নিক্ষেপ করলেন; **তৃণ-রাজ-অগ্রে**—তাল গাছের মাথায়; **ভ্রামণ**—ঘূর্ণিবেগে; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করে; **জীবিতম্**—তার প্রাণ।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম ধেনুকের খুরদ্বয় ধরে, এক হাতে তাকে সবেগে ঘুরিয়ে একটি তাল গাছের চূড়ায় নিক্ষেপ করলেন। সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণিবেগে অসুরটির মৃত্যু হল।

শ্লোক ৩৩

তেনাহতো মহাতালো বেপমানো বৃহচ্ছিরাঃ ।
পার্শ্বস্থং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ স চান্যং সোঽপি চাপরম্ ॥ ৩৩ ॥

তেন—সেই (ধেনুকাসুরের মৃত দেহটির) দ্বারা; **আহতঃ**—আঘাত করলেন; **মহা-তালঃ**—বিশাল তাল গাছটিকে; **বেপমানঃ**—কম্পিত করে; **বৃহৎ-শিরাঃ**—বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট; **পার্শ্বস্থম্**—পাশে অবস্থিত আর একটিকে; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করতে করতে; **ভগ্নঃ**—ভেঙে পড়ল; **সঃ**—সেটি; **চ**—ও; **অন্যম্**—অন্য একটিকে; **সঃ**—সেটি; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অপরম্**—অপর একটিকে।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম ধেনুকাসুরের মৃত দেহটিকে বনের সর্বোচ্চ তাল গাছে নিক্ষেপ করলেন এবং যখন মৃত অসুরটি গাছের মাথায় গিয়ে পড়ল, গাছটি কম্পিত হতে শুরু করল। সেই বিশাল তাল গাছটি পার্শ্ববর্তী তাল গাছটিকে কম্পিত করতে করতে অসুরের ভারে ভেঙে পড়ল। পার্শ্ববর্তী গাছটি অন্য একটি গাছকে কম্পিত করে আঘাত করল এবং সেটিও আর একটি গাছকে কম্পিত করল। এভাবেই বনের অনেক গাছই কম্পিত হয়ে ভগ্ন হল।

তাৎপর্য

ভগবান বলরাম এত প্রচণ্ডবেগে ধেনুকাসুরকে বিশাল তাল গাছে নিক্ষেপ করেছিলেন যে, একটি ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং বহু আকাশচুম্বী তালগাছ কাঁপতে কাঁপতে প্রচণ্ড মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়েছিল।

শ্লোক ৩৪

বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ ।
তালাশ্চকম্পিরে সর্বে মহাবাতেরিতা ইব ॥ ৩৪ ॥

বলস্য—শ্রীবলরামের; **লীলয়া**—লীলারূপে; **উৎসৃষ্ট**—ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত; **খর-দেহ**—গর্দভের দেহ দ্বারা; **হত-আহতাঃ**—যা পরস্পরকে আঘাত করেছিল; **তালাঃ**—তাল গাছগুলি; **চকম্পিরে**—কম্পিত হয়েছিল; **সর্বে**—সমস্ত; **মহা-বাত**—প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা; **ঈরিতাঃ**—চালিত হয়েছিল; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

সর্বোচ্চ তাল গাছের মাথায় গর্দভরূপী অসুরের দেহ নিক্ষেপ যেহেতু শ্রীবলরামের লীলাবিলাস, তাই সমস্ত গাছগুলি কম্পিত হয়েছিল এবং পরস্পরকে আঘাত করেছিল, যেন প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা চালিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৫

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে ।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৩৫ ॥

ন—নয়; **এতৎ**—এই; **চিত্রম্**—বিস্ময়ের; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে; **হি**—বাস্তবিকপক্ষে; **অনন্তে**—যিনি হচ্ছেন অনন্ত; **জগদীশ্বরে**—জগতের ঈশ্বর; **ওত-প্রোতম্**—সমান্তরালভাবে ও লম্বভাবে বিস্তৃত; **ইদম্**—এই জগৎ; **যস্মিন্**—যাঁর মধ্যে; **তন্তুষু**—সুতার মধ্যে; **অঙ্গ**—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ; **যথা**—যেমন; **পটঃ**—একটি কাপড়।

অনুবাদ

প্রিয় পরীক্ষিৎ, সমগ্র জগতের নিয়ন্তা বলরাম অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান, সেটি বিবেচনা করে তাঁর পক্ষে এই ধেনুকাসুর বধ তেমন একটা বিস্ময়ের নয়। বাস্তবিকই, একটি বোনা কাপড় যেমন তার নিজের সুতার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনই সমগ্র জগৎ তাঁর মধ্যেই বিরাজ করে।

তাৎপর্য

দুর্ভাগা ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের আনন্দময় লীলাবিলাস হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান অসীম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, যা এখানে *অনন্ত* শব্দটির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়েছে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে ভগবান তাঁর শক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র

অংশ প্রদর্শন করেন। বেআইনীভাবে তালবন দখলকারী আসুরিক গর্দভের দলকে শ্রীবলরাম দমন করতে চেয়েছিলেন এবং তাই তিনি ধেনুকাসুর ও অন্যান্য অসুরদের সহজেই হত্যা করতে প্রয়োজনীয় দিব্য ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

ততঃ কৃষ্ণং চ রামং চ জ্ঞাতয়ো ধেনুকস্য যে ।
ক্রোষ্টারোঽভ্যদ্রবন্ সর্বে সংরব্ধাঃ হতবান্ধবাঃ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ—তার পর; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **চ**—এবং; **রামম্**—শ্রীরামকে; **চ**—এবং; **জ্ঞাতয়ঃ**—অন্তরঙ্গ সঙ্গী; **ধেনুকস্য**—ধেনুকের; **যে**—যারা; **ক্রোষ্টারঃ**—গর্দভেরা; **অভ্যদ্রবন্**—আক্রমণ করল; **সর্বে**—সকলে; **সংরব্ধাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **হতবান্ধবাঃ**—তাদের বন্ধুর মৃত্যুতে।

অনুবাদ

তার পর ধেনুকাসুরের মৃত্যু দর্শন করে, তার ঘনিষ্ঠ স্বজন অন্যান্য গর্দভরূপী অসুরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং তাই তারা সকলে মিলে কৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করার জন্য তৎক্ষণাৎ ধাবিত হল।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই শ্লোকের উপর এরূপ ভাষ্য প্রদান করেছেন—"এখানে বলা হয়েছে যে, গর্দভরূপী অসুরেরা প্রথমে কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল এবং তার পর বলরামকে (*কৃষ্ণং চ রামং চ*)। এর একটি কারণ এই যে, শ্রীবলরামের পরাক্রম দর্শন করে, অসুরেরা ভেবেছিল প্রথমে কৃষ্ণকে আক্রমণ করাই বিচক্ষণতার কাজ হবে। অথবা এমনও হতে পারে যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অনুরাগবশত শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বলরাম ও গর্দভরূপী অসুরদের মাঝখানে স্থাপন করেছিলেন। *কৃষ্ণং চ রামং চ* শব্দগুলি এমন মনোভাব অভিব্যক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে মনে করা যেতে পারে যে, শ্রীবলরাম তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহবশত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।"

শ্লোক ৩৭

তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া ।
গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ প্রাহিণোত্তৃণরাজসু ॥ ৩৭ ॥

তান্ তান্—এক এক করে তাদের সকলকে; **আপততঃ**—আক্রমণ করলে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **নৃপ**—হে রাজন্; **লীলয়া**—সহজেই;

গৃহীত—ধরে; **পশ্চাৎ-চরণান্**—তাদের পিছনের পা দুটি; **প্রাহিণোৎ**—নিক্ষেপ করলেন; **তৃণরাজসু**—তাল গাছগুলিতে।

অনুবাদ

হে রাজন্, অসুরেরা আক্রমণ করলে, কৃষ্ণ ও বলরাম অবলীলাক্রমে একের পর এক তাদের পিছনের পা দুটি ধরে তাদের সকলকে তাল গাছগুলির মাথায় নিক্ষেপ করলেন।

শ্লোক ৩৮

ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং দৈত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ ।
ররাজ ভূঃ সতালাগ্রৈর্ঘনৈরিব নভস্তলম্ ॥ ৩৮ ॥

ফল-প্রকর—রাশি রাশি ফলের দ্বারা; **সঙ্কীর্ণম্**—আচ্ছাদিত; **দৈত্যদেহৈঃ**—অসুরদের দেহগুলির দ্বারা; **গত-অসুভিঃ**—প্রাণহীন; **ররাজ**—উজ্জ্বল হয়েছিল; **ভূঃ**—পৃথিবী; **স-তাল-অগ্রৈঃ**—তাল গাছগুলির অগ্রভাগ দ্বারা; **ঘনৈঃ**—মেঘ দ্বারা; **ইব**—মতো; **নভঃ-তলম্**—আকাশ।

অনুবাদ

রাশি রাশি ফলের দ্বারা এবং তাল গাছগুলির ভগ্ন অগ্রভাগে আবদ্ধ অসুরদের প্রাণহীন দেহগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথিবী তখন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বাস্তবিকই, মেঘমালায় সুশোভিত আকাশের মতো পৃথিবী উজ্জ্বল হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, অসুরদের দেহ ছিল কৃষ্ণাভ নীল মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণের এবং তাদের দেহ থেকে ক্ষরিত প্রচুর পরিমাণ রক্তকে মনে হচ্ছিল যেন উজ্জ্বল লাল মেঘের মতো। এভাবেই সমগ্র দৃশ্যটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাম ও কৃষ্ণ আদি তাঁর বিভিন্ন রূপে পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জড়াতীত এবং তিনি যখন তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস সম্পন্ন করেন, এমন কি ভগবান যখন দুর্দান্ত গর্দভরূপী অসুরদের বধ করার মতো হিংস্র কার্যের অনুষ্ঠান করেন তখনও তার ফল সর্বদাই সুন্দর ও দিব্য হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৯

তয়োস্তৎ সুমহৎ কর্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুঃ ॥ ৩৯ ॥

তয়োঃ—দুই ভাইয়ের; **তৎ**—সেই; **সু-মহৎ**—অত্যন্ত মহৎ; **কর্ম**—কীর্তি; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বিবুধ-আদয়ঃ**—দেবতা ও অন্যান্য উন্নত জীবগণ; **মুমুচুঃ**—করলেন; **পুষ্পবর্ষাণি**—পুষ্পবৃষ্টি; **চক্রুঃ**—করলেন; **বাদ্যানি**—বাদ্যধ্বনি; **তুষ্টুবুঃ**—স্তুতি নিবেদন করলেন।

অনুবাদ

দুই ভাইয়ের এই সুমহৎ কীর্তি শ্রবণ করে, দেবতা ও অন্যান্য উন্নত জীবসকল পুষ্পবৃষ্টি, বাদ্যধ্বনি ও স্তুতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, কৃষ্ণ ও বলরাম যে অসাধারণ তৎপরতায় ও অবলীলাক্রমে অতি শক্তিশালী গর্দভরূপী অসুরদের সংহার করেছিলেন, তা দেখে দেবতা, মহান ঋষি ও অন্যান্য উন্নত জীবেরা সকলেই বিস্মিত ও উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪০

অথ তালফলান্যাদন্মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ ।
তৃণং চ পশবশ্চেরুর্হতধেনুককাননে ॥ ৪০ ॥

অথ—তার পর; **তাল**—তাল গাছগুলির; **ফলানি**—ফলসমূহ; **আদন্**—ভক্ষণ করছে; **মনুষ্যাঃ**—মানুষেরা; **গত-সাধ্বসাঃ**—নির্ভয়ে; **তৃণম্**—ঘাসের উপর; **চ**—এবং; **পশবঃ**—পশুরা; **চেরুঃ**—চরতে পারে; **হত**—নিহত হলে; **ধেনুক**—ধেনুকাসুর; **কাননে**—বনে।

অনুবাদ

যে বনে ধেনুক বধ হয়েছিল মানুষেরা এখন সেখানে ফিরে যেতে স্বস্তি অনুভব করছে এবং নির্ভয়ে তারা তাল গাছগুলির ফলসমূহ ভক্ষণ করছে। গাভীরাও এখন সেখানে ঘাসের উপরে স্বাধীনভাবে চরতে পারে।

তাৎপর্য

আচার্যগণের মতানুসারে, *পুলিন্দ* আদি নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরাই সেই তাল ফল ভক্ষণ করেছিল, কিন্তু যেহেতু গর্দভদের রক্তে ফলগুলি কলুষিত হয়েছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণের গোপবালক সখারা সেগুলিকে অবাঞ্ছিত বিবেচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজো ব্রজমাব্রজৎ ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **কমল-পত্র-অক্ষঃ**—যাঁর নেত্রদ্বয় পদ্মের পাপড়ির মতো; **পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তনঃ**—যাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন পরম পুণ্যকর্ম; **স্তূয়মানঃ**—মহিমা কীর্তিত হয়ে; **অনুগৈঃ**—তাঁর অনুগামী; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **স-অগ্রজঃ**—তাঁর অগ্রজ বলরামের সঙ্গে; **ব্রজম্**—ব্রজে; **আব্রজৎ**—তিনি ফিরে এলেন।

অনুবাদ

তার পর যাঁর মহিমাসকল শ্রবণ ও কীর্তন করা পরম পুণ্যকর্ম, সেই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগ্রজ বলরামের সঙ্গে ব্রজে গৃহে ফিরে এলেন। সমগ্র পথে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী গোপবালকেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা স্পন্দিত হয়, তখন বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই শুদ্ধ এবং পুণ্যবান হয়ে ওঠেন।

শ্লোক ৪২

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্ ।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ ॥ ৪২ ॥

তম্—তাঁকে; **গো-রজঃ**—গাভীদের পদবিক্ষেপে উত্থিত ধূলির দ্বারা; **চুরিত**—রঞ্জিত; **কুন্তল**—কেশদামের মধ্যে; **বদ্ধ**—স্থাপিত; **বর্হ**—একটি ময়ূরপুচ্ছ; **বন্য-প্রসূন**—বন্য ফুলের দ্বারা; **রুচির-ঈক্ষণ**—মনোহর দৃষ্টিপাত; **চারু-হাসম্**—ও মনোরম মৃদুহাস্য; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **ক্বণন্তম্**—ধ্বনি করে; **অনুগৈঃ**—তাঁর সহচরগণের দ্বারা; **উপগীত**—কীর্তিত হয়ে; **কীর্তিম্**—তাঁর মহিমা; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **দিদৃক্ষিত**—দেখতে আগ্রহী; **দৃশঃ**—তাঁদের নেত্র; **অভ্যগমন্**—সমাগত হলেন; **সমেতাঃ**—একত্রে।

অনুবাদ

গাভীদের পদবিক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণের কেশদাম ময়ূরপুচ্ছ ও বন্য পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ছিল। যখন তাঁর সহচরেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন ভগবান তাঁর বাঁশি বাজিয়ে মনোহরভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং মনোরমভাবে মৃদুহাস্য করেছিলেন। গোপীরা একসঙ্গে সকলেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলে এসেছিলেন এবং তাঁদের চোখগুলি তাঁকে দর্শন করতে বিশেষ আকুল হয়ে উঠেছিল।

তাৎপর্য

বাহ্যত, গোপীগণ যেহেতু ছিলেন যুবতী বধূ, তাই স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মতো সুন্দর যুবার দিকে প্রেমময়ী দৃষ্টিপাতে তাঁদের সলজ্জ ভীতি থাকার কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান এবং সমস্ত জীব তাঁর নিত্য দাস। তাই সকল মহাত্মার মধ্যে পরম বিশুদ্ধ হৃদয় গোপীগণ সুন্দর যুবা কৃষ্ণের দর্শনামৃত পান করে তাঁদের প্রেমাভিভূত নয়নরাজি তৃপ্ত করার জন্য এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেননি। তাঁর বাঁশির মধুর ধ্বনি ও তাঁর দেহের মনোহর সৌরভও গোপীগণ আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি ।
তৎ সৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্ ॥ ৪৩ ॥

পীত্বা—পান করে; **মুকুন্দ-মুখ**—ভগবান মুকুন্দের মুখমণ্ডল; **সারঘম্**—মধু; **অক্ষি-ভৃঙ্গৈঃ**—তাঁদের ভ্রমরের মতো নয়ন দ্বারা; **তাপম্**—ক্লেশ; **জহুঃ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **বিরহজম্**—বিরহজনিত; **ব্রজযোষিতঃ**—বৃন্দাবনের রমণীগণ; **অহ্নি**—দিনের বেলায়; **তৎ**—সেই; **সৎকৃতিম্**—শ্রদ্ধা নিবেদন; **সমধিগম্য**—সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **হাস**—হাস্য; **বিনয়ম্**—ও বিনয়যুক্ত; **যৎ**—যা; **অপাঙ্গ**—তাঁদের কটাক্ষ দৃষ্টিপাত; **মোক্ষম্**—নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁদের ভ্রমররূপ নয়নের দ্বারা ভগবান মুকুন্দের সুন্দর মুখমণ্ডলের মধু পান করে সমস্ত দিনের বিরহজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করলেন। গোপীগণ ভগবানের প্রতি সলজ্জ হাস্য ও বিনয়যুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই শ্রদ্ধার্পণ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—"কৃষ্ণের বিরহে ব্রজযুবতীরা সকলেই অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সমগ্র দিন তাঁরা চিন্তা করছিলেন বনে কৃষ্ণ কি করছেন অথবা কিভাবে তিনি পশুচারণ-ভূমিতে গাভী চরাচ্ছেন। কৃষ্ণকে ফিরে আসতে দেখে তাঁদের সমস্ত উৎকণ্ঠা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হল এবং ভ্রমর যেভাবে পদ্মের মধুর জন্য আকুল হয়ে থাকে,

ঠিক সেভাবেই তাঁরা কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কৃষ্ণ যখন গ্রামে প্রবেশ করলেন, তখন গোপযুবতীরা আনন্দে মগ্ন হয়ে হাসতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাঁর বেণু বাজাতে বাজাতে সেই গোপিকাদের হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখ দর্শন করে পরম আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবনৈপুণ্যের পরম অধিপতি এবং তাই তিনি বৃন্দাবনের গোপযুবতীদের সঙ্গে দক্ষতা সহকারে প্রীতিময় ভাব বিনিময় করেছিলেন। যখন কোনও চরিত্রবতী যুবতী তরুণী প্রেমে পড়ে, সে তাঁর প্রেমাস্পদের দিকে সলজ্জ, উৎফুল্ল ও অনুগতভাবে দৃষ্টিপাত করে। তার দৃষ্টিপাতের দ্বারা নিবেদিত সেই প্রেম স্বীকার করে নিয়ে প্রেমাস্পদ যখন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তখন প্রেমিকার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুন্দর যুবা কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের প্রেমময়ী গোপযুবতীদের সঙ্গে ঠিক এই ধরনেরই ভাব বিনিময় হয়েছিল।

শ্লোক ৪৪

তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে ।
যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ ॥ ৪৪ ॥

তয়োঃ—দুই; **যশোদা-রোহিণ্যৌ**—যশোদা ও রোহিণী (যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলরামের জননী); **পুত্রয়োঃ**—তাঁদের পুত্রদের প্রতি; **পুত্রবৎসলে**—যাঁরা তাঁদের পুত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা; **যথা-কামম্**—তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী; **যথা-কালম্**—সময় ও অবস্থা অনুযায়ী; **ব্যধত্তাম্**—নিবেদিত; **পরম-আশিষঃ**—উৎকৃষ্ট উপভোগ্য দ্রব্যাদি।

অনুবাদ

পুত্রবৎসলা মা যশোদা ও মা রোহিণী তাঁদের দুই পুত্রের প্রতিটি ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি যথাসময়ে নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমাশিষঃ শব্দটি চমৎকার খাদ্য, সুন্দর পোশাক, অলঙ্কার, খেলনা এবং স্নেহময়ী জননীর অবাধ স্নেহযুক্ত আকর্ষণীয় আশীর্বাদকে ইঙ্গিত করে। *যথাকামং যথাকালম্* শব্দ দুটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, যশোদা এবং রোহিণী যদিও তাঁদের পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরামের সকল ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন, তবুও বালকদ্বয়ের ক্রিয়াকলাপ তাঁরা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণও করেছিলেন। অপর পক্ষে, তাঁদের সন্তানদের জন্য তাঁরা চমৎকার খাদ্য প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা দেখতেন যে, ছেলেরা সেগুলি সঠিক সময়ে খায় কি না। তেমনই, তাঁদের সন্তানেরাও সঠিক সময়ে খেলত এবং সঠিক সময়ে ঘুমাত। *যথাকামম্* শব্দটি এই অর্থ নির্দেশ করে না যে,

বালকেরা যা কিছু করতে পছন্দ করত, মায়েরা নির্বিচারে তাই অনুমোদন করতেন, বরং সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবেই তাঁরা তাঁদের সন্তানদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করতেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, মায়েরা তাঁদের সন্তানদের এত ভালবাসতেন যে, যখন তাঁরা তাঁদের জড়িয়ে ধরতেন, তখন তাঁরা যত্ন সহকারে সন্তানদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পরীক্ষা করে দেখতেন যাতে তাঁরা সুস্থ ও সক্ষম রয়েছেন কি না।

শ্লোক ৪৫

গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দনাদিভিঃ ।
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ ॥ ৪৫ ॥

গত—বিগত; **অধ্বান-শ্রমৌ**—পথশ্রম; **তত্র**—সেখানে (তাঁদের গৃহে); **মজ্জন**—স্নান; **উন্মর্দন**—মর্দন; **আদিভিঃ**—ও ইত্যাদি দ্বারা; **নীবীম্**—পরিধেয় বস্ত্র; **বসিত্বা**—পরিধান করে; **রুচিরাম্**—মনোরম; **দিব্য**—দিব্য; **স্রক্**—মালা; **গন্ধ**—ও গন্ধ দ্বারা; **মণ্ডিতৌ**—ভূষিত।

অনুবাদ

স্নান ও মর্দনাদি দ্বারা সেই দুই যুবা ভগবান পথশ্রম থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তার পর তাঁরা মনোরম বস্ত্রাদি পরিধান করে দিব্য মাল্য ও গন্ধাদিতে ভূষিত হলেন।

শ্লোক ৪৬

জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ ।
সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে ॥ ৪৬ ॥

জননী—তাঁদের মায়েদের দ্বারা; **উপহৃতম্**—নিবেদিত; **প্রাশ্য**—পরিপূর্ণ ভোজন করে; **স্বাদু**—সুস্বাদু; **অন্নম্**—খাদ্য; **উপলালিতৌ**—উপলালিত হয়ে; **সংবিশ্য**—প্রবেশ করে; **বর**—মনোরম; **শয্যায়াম্**—শয্যায়; **সুখম্**—সুখে; **সুষুপতুঃ**—দুজনে নিদ্রা গিয়েছিলেন; **ব্রজে**—ব্রজে।

অনুবাদ

তাঁদের মায়েদের প্রদত্ত সুস্বাদু অন্ন ভোজনের পর আরও নানাভাবে উপলালিত হয়ে, সেই দুই ভাই তাঁদের মনোরম শয্যায় শয়ন করে ব্রজে সুখে নিদ্রা গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৭

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণো বৃন্দাবনচরঃ ক্বচিৎ ।
যযৌ রামমৃতে রাজন্ কালিন্দীং সখিভির্বৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

এবম্—এভাবেই; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **বৃন্দাবন-চরঃ**—বৃন্দাবনে বিচরণ করে এবং কর্ম করে; **ক্বচিৎ**—এক সময়ে; **যযৌ**—গমন করেছিলেন; **রামম্ ঋতে**—শ্রীবলরাম ব্যতীত; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **কালিন্দীম্**—যমুনা নদীতে; **সখিভিঃ**—তাঁর সখাদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

হে রাজন্, এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর লীলাবিলাস করে বিচরণ করেছিলেন। এক সময়ে, তাঁর সখাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বলরাম ব্যতীত তিনি যমুনায় গেলেন।

শ্লোক ৪৮

অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ ।
দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষ্ণার্তা বিষদূষিতম্ ॥ ৪৮ ॥

অথ—তখন; **গাবঃ**—গাভীরা; **চ**—এবং; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **চ**—এবং; **নিদাঘ**—গ্রীষ্মের; **আতপ**—প্রখর তাপে; **পীড়িতঃ**—পীড়িত; **দুষ্টম্**—দূষিত; **জলম্**—জল; **পপুঃ**—তাঁরা পান করেছিলেন; **তস্যাঃ**—নদীর; **তৃষ-আর্তাঃ**—তৃষ্ণার্ত হয়ে; **বিষ**—বিষ দ্বারা; **দূষিতম্**—দূষিত।

অনুবাদ

সেই সময়ে গাভী ও গোপবালকেরা গ্রীষ্মের প্রখর তাপ থেকে তীব্র ক্লেশ অনুভব করছিলেন। তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হয়ে, তাঁরা যমুনার জল পান করেছিলেন। কিন্তু সেই জল বিষের দ্বারা কলুষিত ছিল।

শ্লোক ৪৯-৫০

বিষাম্ভস্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ ।
নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্বে সলিলান্তে কুরূদ্বহ ॥ ৪৯ ॥
বীক্ষ্য তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ ॥ ৫০ ॥

বিষ-অম্ভঃ—বিষাক্ত জল; **তৎ**—সেই; **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করা মাত্র; **দৈব**—পরমেশ্বর ভগবানের যোগশক্তি দ্বারা; **উপহত**—হারানো; **চেতসঃ**—তাঁদের চেতনা; **নিপেতুঃ**—তাঁরা পতিত হলেন; **ব্যসবঃ**—প্রাণহীন; **সর্বে**—তাঁদের সকলে; **সলিল-অন্তে**—জলের কিনারায়; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরু বংশজাত বীর; **বীক্ষ্য**—দেখে; **তান্**—তাঁদেরকে; **বৈ**—বস্তুত; **তথা-ভূতান্**—এরূপ অবস্থায়; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **যোগ-ঈশ্বর-ঈশ্বরঃ**—যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর; **ঈক্ষয়া**—তাঁর দৃষ্টি দ্বারা; **অমৃত-বর্ষিণ্যা**—অমৃত বর্ষণকারী; **স্ব-নাথান্**—যাঁরা একমাত্র তাঁকেই তাঁদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছেন; **সমজীবয়ৎ**—পুনর্জীবিত করলেন।

অনুবাদ

সেই বিষাক্ত জল স্পর্শ করা মাত্র, সমস্ত গাভী ও বালকেরা ভগবানের দৈব শক্তির দ্বারা তাঁদের চেতনা হারালেন এবং প্রাণহীন হয়ে সেই জলের কিনারায় পতিত হলেন। হে কুরুবীর, তাঁদের এই অবস্থায় দর্শন করে, যিনি ছাড়া তাঁদের আর কোনও প্রভু নেই, সেই যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত ভক্তদের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন। এভাবেই তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর অমৃতবৎ কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের পুনর্জীবিত করেছিলেন।

শ্লোক ৫১

তে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ সমুত্থায় জলান্তিকাৎ ।
আসন্ সুবিস্মিতাঃ সর্বে বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ৫১ ॥

তে—তাঁরা; **সম্প্রতীত**—সম্পূর্ণরূপে ফিরে পেয়ে; **স্মৃতয়ঃ**—তাঁদের স্মৃতি; **সমুত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **জল-অন্তিকাৎ**—জলের কিনারা থেকে; **আসন্**—তাঁরা হলেন; **সুবিস্মিতাঃ**—অত্যন্ত বিস্মিত; **সর্বে**—সকলে; **বীক্ষমাণাঃ**—অবলোকন করে; **পরস্পরম্**—একে অপরের দিকে।

অনুবাদ

তাঁদের পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়ে, গাভী ও বালকেরা জল থেকে উত্থিত হলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন।

শ্লোক ৫২

অন্বমংসত তদ্ রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্ ।
পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বমংসত—তাঁরা পরে ভেবেছিলেন; **তৎ**—যে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **গোবিন্দ**—শ্রীগোবিন্দের; **অনুগ্রহ-ঈক্ষিতম্**—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের জন্য; **পীত্বা**—পান করে; **বিষম্**—বিষ; **পরেতস্য**—যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের; **পুনঃ**—পুনরায়; **উত্থানম্**—উঠে দাঁড়ানো; **আত্মনঃ**—তাঁদের নিজেদের উপর।

অনুবাদ

হে রাজন্, গোপবালকেরা তখন বিবেচনা করেছিলেন যে, যদিও তাঁরা বিষ পান করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, কেবলমাত্র গোবিন্দের কৃপাদৃষ্টির দ্বারা জীবন ফিরে পেয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের শক্তিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ধেনুকাসুর বধ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।